Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 76 - 81
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 76 - 81
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

শিবরাম চক্রবর্তীর ছোটগল্প : হাস্যরসের অন্তরালে জীবনের গাম্ভীর্যের বহিঃপ্রকাশ

ড. মিষ্টু রায়
চুক্তিবদ্ধ অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা
Email ID : roy.mistu80@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Sibram, short story, Children's literature, Humorist, Self-Criticism, reality of society, serious issues.

Abstract
Sibram Chakraborty is popular as a children's literature and humorist, but several of his stories have been written for adults as well. Besides, he has highlighted the serious issues of life behind the humor in many stories. The deep feelings of life are served under the cover of humor in various works of Sibram. Sibram's own life has always been a sad one and many tragic aspects of his own life find their place in his writings. Though In his personal life he went through many ups and downs, but these things he never expressed directly in his writings. However, it was because of these ups and down and tragic aspects of his life deep and profound words have been emerged behind the smile in his writings. He even made fun of himself through self-criticism.

Sibram Chakraborty in many of his stories has covered various serious issues under the cover of humor, for example, in a short story named 'Jibandarshan', he has shown that life is not limited to the educated and polite society, but life is also flowing in the dark alleys every day. Even if the people of the so-called polite society do not accept them, they are also part of this society. In the 'Prajapatya' short story, Sibram criticizes the dowry system through his scathing remarks. In the short story named 'Shur-Ola Baba!' he showed the results of honesty. Although at the end of the story due to Satyapriyababu's honesty his life become painful.

Sibram wrote more humorous genre short stories, but many of the humorous stories purpose is not just to make people laugh, but through jokes, the author expresses the deep reality of life and society. Sibram's own thought, vision and style of writing set him apart from other writers.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 76 - 81
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

> "আমার জীবনের ট্র্যাজেডিগুলো গল্পাকারে লিখতে গিয়ে, লেখার দোষে কিংবা লেখকের অক্ষমতায় হয়তো হাস্যকর হয়ে দেখা দেয়– কিন্তু তা পড়ে আপনাদের হাসি পেলেও, আমার গল্প পড়ে আমার নিজের কখনো কদাচই হাসি পায় না।"[১]

কিশোরদের সাহিত্যিক ও হাস্যরসের লেখক হিসাবে শিবরাম চক্রবর্তী জনপ্রিয়তা পেলেও তাঁর বেশ কিছু গল্প বড়োদের জন্যও লেখা হয়েছে। এছাড়া অনেক গল্পে হাস্যরসের অন্তরালে জীবনের গম্ভীর বিষয়কে তুলে ধরেছেন তিনি। শিবরামের বিভিন্ন রচনায় হাস্যরসের আড়ালে পরিবেশিত হয়েছে জীবনের গভীর অনুভূতি। শিবরামের নিজের জীবন বরাবরই ছিল দুঃখের এবং নিজের জীবনের ট্র্যাজিক অনেক বিষয় তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অভাব-অভিযোগ, মান-অভিমান থাকলেও কখনোই তা প্রকাশ করেননি। তবে এই অভাব-অভিযোগ ছিল বলেই তাঁর লেখায় হাসির আড়ালে গূঢ় কথা উঠে এসেছে। এমনকি নিজেকে নিয়েও তিনি তামাশা করেছেন।

পাকাপাকিভাবে লেখক হয়ে উঠার আগে শিবরাম পত্রিকা হকারি করতেন। সেসময় তাঁকে চরম অর্থাভাবে দিন কাটাতে হত। খাওয়ার টাকা ছিল না, থাকার ঘর ছিল না, পরবর্তী সময়ে মুক্তারামের মেসবাড়িতে বাসস্থান করেন। নিজের বোহেমিয়ান জীবনযাপনের জন্য টাকা-পয়সা জমাতে পারেননি। লেখালেখি করে যা পেতেন সব খেয়ে খাইয়ে শেষ করে দিতেন, ফলে যখন হাতে লেখার বায়না থাকত না তখন কষ্টের মধ্যে দিন গুজরান করতেন। শেষ জীবনও খুব কষ্টে কাটিয়েছেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এই আর্থিক টানাপোড়েন, বাসস্থানের সমস্যা, খাদ্যের অভাবের কথা বলেছেন হাস্যরস মিশিয়ে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর গল্পে এইরকম সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা না করলেও জীবনদর্শনের প্রভাবে গল্পগুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভবানী মুখোপাধ্যায় শিবরাম সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন-

> "কুশলী ডুবুরির মতো শিবরাম ডুব দিয়েছেন জীবনের গভীরে তারপর উঠে এসেছেন মণিমুক্তায় দুটি হাত পূর্ণ করে।"[২]

সত্যিই শিবরাম ছিলেন কুশলী ডুবুরি, জীবনের গভীরতম উপলব্ধিগুলি অনায়াসে হাসতে হাসতে বলে গেছেন তিনি।

শিবরাম চক্রবর্তীর লেখক জীবনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়– মৌচাক পত্রিকাতে লেখার আগে পর্যন্ত এবং মৌচাক থেকে শুরু করে তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত। শিবরামের প্রধান পরিচিতি তাঁর দ্বিতীয় পর্বে। পঞ্চাননের অশ্বমেধ গল্পের হাত ধরে তিনি যে পাকাপাকিভাবে হাস্যরসের জগতে আসেন সেখান থেকে তিনি স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ করেননি। তিনি হাস্যরস এবং কিশোর সাহিত্যের জগতে থাকতেই পছন্দ করতেন। অথচ প্রথম দিকে আমরা ঠিক এর বিপরীতধর্মী শিবরামকে দেখতে পাই। মস্কো বনাম পন্ডিচেরী, আজ ও আগামীকাল-এর মতো প্রবন্ধে রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় বিকার এবং তার থেকে উত্তরণের পথ প্রদর্শন করেছেন তিনি। আবার জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা এবং ভালবাসা পৃথিবী ঈশ্বর-এর মতো গুরুগম্ভীর বিষয়ে কলম ধরেছেন। সাহিত্য জীবনের শুরু এবং শেষ হয় সিরিয়াস লেখা দিয়ে। শিবরাম মাঝখানে টিকে থাকার জন্য হাস্যরস ও কিশোর সাহিত্যের ঢাল হাতে নিলেও গম্ভীর বিষয়ে লেখা ভুলে যাননি। সময় সময় বিভিন্ন লেখায় তার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তাছাড়া পাঠক মনে হাস্যরসের সৃষ্টি করাও কম কথা নয়, বিশেষত যখন সেটা কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়কে আড়াল করে। হাসির গল্পের আঙ্গিক-এ শিবরাম বলেছেন –

> "আজকের রাষ্ট্র-সমাজ-জীবন-সমস্যা যাবতীয় এড়িয়ে গজদন্ত মিনারে বসে নিজের গজদাঁত বার করবে, এযুগের হাস্যরসিকের পক্ষে সেটা আর সম্ভব নয়। 'সিরিয়স' সাহিত্যের বেলায় যেমন, আকাশের ফুল হলেই চলে না, মাটির গর্ভে মূল রাখতে হয়, 'হিউমরস' সাহিত্যেও তাই।"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 11
Website: https://tirj.org.in, Page No. 76 - 81
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শিবরাম চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন যে হাসির গল্প লেখা মানে শুধু রঙ্গ ব্যঙ্গ বা কৌতুক করা নয়, তার মধ্যে ভাবের গভীরতা থাকতে হবে। রাষ্ট্র-সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র হাসির খোড়াক জোগালে তা কখনো সাহিত্য হবে না। শিবরাম তাঁর অনেক গল্পেই কৌতুকের অন্তরালে গাম্ভীর্যপূর্ণ তথ্য ব্যক্ত করেছেন।

প্রথমত, শিশুশিক্ষা এবং শিশুমনস্তত্ব। সময়ের সাথে সাথে সবকিছুর পরিবর্তন ঘটে। অবিশ্যম্ভাবীভাবে শিশুদের মানসিক পরিবর্তনও ঘটেছে। আগের দিনের মতো শিশুরা এখন রূপকথায় আর ছেলেভোলানো ছড়ার দ্বারা ভুলে থাকে না। বর্তমান যুগে যদি তারা রূপকথা ও ছেলেভোলানো ছড়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে তবে সেটা বই পড়ার মধ্যদিয়ে নয়, বরং টেলিভিশন বা মোবাইল ফোনের মধ্যে। তাই সময়োপযোগীভাবে শিশুদের তাদের মতো করে শিক্ষাদান করাই উচিত। শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে বিষয়টা সেটা হল ধৈর্য। শিশুরা এই পৃথিবীতে নতুন, তাদের কাছে সবকিছুই নতুন। তাদের জানার আগ্রহও থাকে বেশি, প্রশ্ন থাকে বেশি। যে ব্যক্তি শিশুদের অতিরিক্ত প্রশ্নে বিরক্তিবোধ করে সে শিশু থেকেও অবুঝ। শিশুদের ধৈর্যের সঙ্গে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় তার আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন শিবরাম শিশুশিক্ষার পরিণাম গল্পে।

আদর করতে বাদর এবং মহাযুদ্ধের ইতিহাস গল্পগুলি শিশুমনস্তত্বমূলক গল্প। শিশুদের মন সাদা কাগজের মতো, তাতে যা ছেপে দেওয়া হয় তা-ই রয়ে যায়। শিশুদের উৎসাহ দান করলে তারা কঠিনকে জয় করতে পারে আর নিরুৎসাহী করলে আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পরে।

শিবরাম চক্রবর্তী শিশুশিক্ষা ও শিশু মনস্তত্ত্ব বিষয় নিয়ে ভাবতেন। এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর অনেক গল্পে। যে সময়ে শিবরাম এই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তান্বিত ছিলেন তখন তা নিয়ে কারো তেমন কোনও মাথা ব্যাথা ছিল না। বর্তমান সময়ে এসে শিশুশিক্ষা এবং শিশুমনস্তত্ত্ব নিয়ে সরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, পাশাপাশি বেসরকারি আর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা তো রয়েছেই। শিশুশিক্ষার পরিনাম গল্পটি শিশুশিক্ষামূলক লেখা। এই গল্পে আট বছরের শিশু, নাম শ্রীযুক্ত বাবু গোলোকেন্দ্র প্রসন্ন পুরোকায়স্থ। শিশুটির নামকরণের মাধ্যমে শিবরাম পাঠককে প্রথম ধাক্কা দেন। শিশুর বয়সের ভারের তুলনায় তার নামের ভার বেশি কষ্টবহ। শিশুটি নিজের নাম প্রকাশে ভয় পায়, পাছে নামটি বানান করে না বলতে হয়। শিক্ষার ষাঁড়ভাগ গল্পটিও শিশুদের যৌনশিক্ষাদান বিষয়ক গল্প। হাল আমলের সবচেয়ে বড়ো সমস্যাগুলির মধ্যে একটা হল শিশুদের যৌন শোষণ। মানুষ ছোটবেলা থেকে প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছেনা যার ফলে তাদের মধ্যে যৌন বিকৃতি দেখা দেয়, এই বিকারগ্রস্থ মানুষরাই ভবিষ্যতে বড়ো বড়ো অপরাধ ঘটিয়ে থাকে।

আদর করতে বাঁদর গল্পটি শিবরাম চক্রবর্তীর শিশু মনস্তত্ত্ব নিয়ে লেখা গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা যায়, শুধুমাত্র শিশু মনস্তত্ত্বের হিসেবে নয়, শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা সকল গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। গল্পে ডাক্তারবাবু বলেছিলেন -

> "ছেলেদের সবসময় ভালো বলতে হয়, যদি সত্যি সত্যিই আপনি তাদের ভালো চান। তাতে সত্যিকারের খারাপ ছেলেও ভালো হয়ে যায় একদিন।"[৪]

ডাক্তারবাবু শিশুদের অবচেতন মনের কথা বলেন। ছোটোকাল থেকে তাদের অবচেতন মনে কিছু প্রবেশ করলে তা থেকে মুক্তিলাভ খুব সহজ হয় না কারণ মনের রোগ সারানোর ঔষধ নেই কোনো।

দ্বিতীয়ত, ধর্মের মেকি ভাবধারা শিবরাম কখনো বরদাস্ত করতে পারতেন না। অনেকেই শিবরামের লেখা পড়ে তাঁকে ধর্মবিদ্বেষী মনে করতে পারেন, কিন্তু শিবরাম যতটুকু আধ্যাত্মিকতার গভীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন খুব কম মানুষই তা পারবেন। সাধারণ মানুষ বাইরের চাকচিক্যে ভোলে কিন্তু শিবরাম ছিলেন অন্য মানসিকতার। কোনো মৌলবি ব্যবসায়ী বা ভণ্ড ধর্মীয় গুরুর কথায় ভুলবার পাত্র তিনি নন। শিবরাম জন্ম থেকেই সাধ্বী মা এবং ব্রহ্মজ্ঞানী বাবার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, ফলত আধ্যাত্মিকতার গভীরতা তাঁর মনে ছোটোকাল থেকেই ছিল।

১৯৪৬ সালে ক্যালকাটা কিলিং নামক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ও যথারীতি শিবরাম মুসলমান অধ্যুষিত মুক্তারাম স্ট্রিটের মেস বাড়িতে ছিলেন। অন্যান্য সব হিন্দু বোর্ডাররা মেসবাড়ি ত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে অনেক আগেই। পুলিশ অফিসার পঞ্চানন ঘোষাল তাঁকে উদ্ধার করতে গেলে তিনি জানান সেখানকার মৌলভি সর্দারের সঙ্গে তাঁর রফা হয়ে

গেছে। রফাটা ছিল তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন এবং সর্দারের চার জেনানাকে বিয়ে করবেন। শুনে পঞ্চাননবাবু আঁতকে উঠলে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন -

> "কোন অসুবিধা দেখলে আমি ওই চার বিবিকে চারবার তালাক বলে ওনাদের ওদেরকে ফিরিয়ে দিয়ে হিন্দু মিশনে গিয়ে ফের হিন্দু হবো।"[৫]

দুর্যোগের কালে এরকম মস্করা করা একমাত্র শিবরামের দ্বারাই সম্ভব। কথাটার মধ্য দিয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি হলেও এর গভীরতা অনেক। তাঁর দেবতার জন্ম, দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ, ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ গল্পগুলি পড়ে পাঠকের মনে হতে পারে শিবরাম ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন। আসলে শিবরাম ধর্ম বিষয়টা ভেতর থেকে উপলব্ধি করতে পারতেন বলেই সমালোচনা করতে পেরেছেন। হয়তো কখনো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র কৌতুক সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা। প্রাবন্ধিক আলোক রায় তাঁর শিবরামের গল্পে ক্লাউন বনাম ক্রিটিক প্রবন্ধে বলেছেন -

> "ঠাকুর-দেবতাকে নিয়ে বাড়াবাড়ির অসংগতিটুকু শিবরামের গল্পে যখন কৌতুকের উপাদান হয়ে ওঠে, তখন স্পষ্টই বোঝা যায়, গল্প হিসাবে দুর্বল হলেও এসব রচনায় লেখক নিছক জনমনোরঞ্জনে তৎপর নন।"[৬]

প্রাবন্ধিক বলেছেন গল্প হিসাবে দুর্বল হলেও, যদিও দেবতার জন্ম গল্প সম্পর্কে এই কথা খাটে না। অনেক সময় দেখা যায় কোনও সাহিত্যিক একটি রচনার জন্য অমরত্ব লাভ করে থাকেন। দেবতার জন্ম গল্পের কাহিনি, বর্ননাভঙ্গী সবকিছু মিলিয়ে লেখককে পাঠকের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী করার জন্য যথেষ্ট। দেবতার জন্ম গল্পটি শিবরামের সেরা সৃষ্টিগুলির মধ্যে একটি। এই গল্পের ভাববস্তু চিরন্তন। গল্পটি তার রচনাকালে যতটুকু প্রাসঙ্গিক ছিল বর্তমান কালেও ততটাই প্রাসঙ্গিক এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

দেশের মধ্যে নিরুদ্দেশ গল্পটিকে বলা যায় ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ গল্পের পরবর্তী অংশ। ধাপে ধাপে শিক্ষালাভ গল্পে হর্ষবর্ধন পা ভেঙে কাছাকাছি এক রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে পা সাড়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে একজন স্বামীজি প্রতিদিন রোগীদের ধর্মশিক্ষা দিতে আসতেন। সেখান থেকে হর্ষবর্ধনের মাথায় সর্বধর্মসমন্বয় বিষয়টি ঢুকে যায়। স্বামীজির ঋণ শোধ করার উদ্দেশ্যে তাই তিনি সর্বধর্মসমন্বয়মূলক কিছু করতে চান।হর্ষবর্ধন সমন্বয় মন্দিরের দ্বারোদঘাটনের উদ্দেশ্যে আসেন, তাকে অবাক করে দিয়ে হারু বাজারের মাঝখানে সর্বধর্মসমন্বয় মন্দির স্থাপন না করে সারি সারি পায়খানা বানিয়ে রেখেছে। এর কারণ হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তী হারুর মুখ দিয়ে যে কথাটি বলান সেটা চিরন্তন সত্য। কথাটি হল –

> "প্রথমে ভেবেছিলাম যে মন্দির বানাবো। শিবমন্দির। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। সেখানে কেবল হিন্দুরাই আসবে, মুসলমান ক্রিশ্চান এরা কেউ ছায়া মাড়াবে না তার। মসজিদ গড়লেও সেই কথা। মুসলমান ছাড়া আর কেউই যে যাবে না তার দরজায়। গির্জা হলেও তাই। যাই করতে যাই, সর্বধর্মসমন্বয় আর হয় না। তাছাড়া পাশাপাশি মন্দির মসজিদ গির্জা গড়লে একদিন হয়তো মারামারি লাঠালাঠিও বেধে যেতে পারে। তাই অনেক ভেব-চিন্তে এই পায়খানাই বানিয়েছি। সবাই আসছে এখানে। আসবে চিরদিন। হিন্দু মুসলমান জৈন পারসি খেরেস্তান।"[৭]

তৃতীয়ত, নিজেকে নিয়ে ব্যাঙ্গ। নিজেকে নিয়ে সবাই ব্যঙ্গ করতে পারে না, যে পারে সেই প্রকৃত সমালোচক। শিবরাম চক্রবর্তী সমাজের বিভিন্ন বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য বারবার নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। শিবরাম চক্রবর্তী কল্লোল'এর সমসাময়িক লেখক, তাঁর সময়ে প্রতিবাদী লেখকের অভাব ছিল না। কল্লোল'এর লেখকদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল সমাজের অসঙ্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। তবে শিবরামের প্রতিবাদ ছিল ভিন্ন ধরণের। আধুনিক মনস্ক শিবরাম নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও এটা অনুধাবন করেছিলেন যে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্রাহ্মণত্বের ধ্বজাধারী এতদিন ধরে

সমাজের উপর শাসন শোষণ চালিয়ে গেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনো এটা সমর্থন করেননি। তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিজেকে দিয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ জাতিকে প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন, যেমন- গল্প লেখার গল্প, যখন যেমন-, চকররতিরা সহজ নয় প্রভৃতি গল্প।

যখন যেমন গল্পটি ব্রাহ্মণ জাতির উপর কটাক্ষপাত করে লেখা। শিবরাম চক্রবর্তী নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণদের সমালোচনা করতে ছাড়েননি। গল্পে দেখা যায় যে ব্রাহ্মণরা এতটা প্রতাপশালী যে মুচিরা কূপ স্পর্শ করায় মুচিদের প্রায়শ্চিত্যের পাশাপাশি কূপের প্রায়শ্চিত্যের বিধান করে। এরকম প্রতাপশালী ব্রাহ্মণরা যখন নিজেরা বিপাকে পড়ে তখন তাদের শাস্ত্রজ্ঞানের প্রহারের পরিবর্তে নিজেদের পিঠ বাঁচাবার তাগিদটাই বেশি দেখা যায়। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের গা ঢাকা দিয়ে অনায়াসে তারা বলতে পারে –

> “যখন যেমন, তখন তেমন! যখন যেমন, তখন তেমন...”[৮]

চতুর্থ, সভ্য সমাজের তেতো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন শিবরাম। ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি গল্পটির প্লট খুবই সংকীর্ণ এবং বিশেষ চমকপ্রদ না হলেও লেখক সমাজের অর্থকেন্দ্রিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির অবতারণা করেছেন গল্পে। নকুড়বাবুর অনিদ্রা-দূর নামক গল্পে নকুড়বাবু অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। যারা নকুড়বাবুর মতো রোগে আক্রান্ত তাদের রোগ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছেন শিবরাম। সভ্য সমাজের যেসব অসুবিধে তা গল্পের নামকরণেই বোঝা যাচ্ছে তার দ্রষ্টব্য বিষয়। পৃথিবীতে সুখ নেই গল্পে দেখিয়েছেন বর্তমানে মানুষের শারীরিক ব্যাধির চেয়ে মানসিক ব্যাধি মারাত্মক। হাসির ছলে শিবরাম এইসব সিরিয়াস কথা বলে গেছেন তাঁর গল্পে। বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্যকে সাদামাটা সহজ ভাষায় বর্ণনা করা। চুটকি লেখার চটক, লেখক হওয়া সহজ-, শিল্পের প্ররোচনা ইত্যাদি গল্পগুলি অনেক তথ্যপূর্ণ কিন্তু এগুলি অনেক সহজ ভাষায় সরস বাচনভঙ্গীতে বলেছেন লেখক।

তিনি বিভিন্ন তত্ত্ব এবং তথ্যকে উপাদেয় করে পাঠকের সামনে পরিবেশন করেছেন চুটকি লেখার চটক–গল্পে তাঁর এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। বড়ো বড়ো অনেক সাহিত্যিকদের চুটকি লেখার প্রতি একটা উন্নাসিকভাব দেখা যায়। এই গল্পে প্রসঙ্গক্রমে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন। তারাশঙ্কর বর্তমান প্রজন্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন তাদের চুটকির প্রতি ঝোঁক দেখে। চুটকির স্থায়িত্ব নিয়ে তাঁর মতো অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী চুটকির স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করে বলেছেন –

> “আমার মনে হয় মহৎ সৃষ্টির যুগ চলে গেছে। ব্যাস বাল্মিকীর মহাভারত রামায়ণে চূড়ান্ত হয়ে মহতোমহীয়ানের কাল আর নেই, অণোরনীয়ানের দিন এল। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ দিতে পারে এমন লেখা চাই এখন।”[৯]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জীবনদেবতা কবিতায় যাকে বলেছেন অন্তরতম। এই অন্তরতমর কাছে সব খবর থাকে, তার ক্ষমতা অসীম। গল্প লেখার সময়ও সেই অন্তরতমই তাঁর কলম চালিয়ে নিয়ে যেত। শিবরাম বলেছেন –

> “ঘুমের ফাঁকে লেখাটা তৈরি হয়ে যায় অবচেতন মনে। বীজ ফেলামাত্র গল্পবস্তু অঙ্কুরিত পুষ্পিত পল্লবিত হয়, পরে জাগ্রত মন দিয়ে কাগজের পৃষ্ঠায় ফলিত হইয়ে ওঠে।”[১০]

এগুলি ছাড়াও শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর আরো অনেক গল্পে হাস্যরসের আড়ালে বিভিন্ন গুরুগম্ভীর বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যেমন- জীবনদর্শন গল্পে তিনি দেখিয়েছেন জীবন শুধু শিক্ষিত ভদ্র সমাজে সীমাবদ্ধ থাকে না, অন্ধকার গলির মধ্যেও জীবন প্রবাহিত হচ্ছে নিত্য দিন। তথাকথিত ভদ্র সমাজের মানুষরা তাদের গ্রহণ না করলেও তারাও এই সমাজেরই অঙ্গ। প্রাজাপত্য গল্পে শিবরাম পণপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেছেন তাঁর ক্ষুরধার মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। শুঁড়-ওলা বাবা! গল্পে তিনি সত্যনিষ্ঠতার ফল দেখিয়েছেন। যদিও গল্পে সত্যপ্রিয়বাবুর সত্যনিষ্ঠা তার জন্য পীড়াদায়ক হয়েছিল শেষপর্যন্ত।

শিবরাম হাস্যরসাত্মক ছোটোগল্প লিখেছেন বেশি কিন্তু তাঁর অনেক গল্প হাস্যরসের সৃষ্টি করলেও শুধু হাসানো তাদের উদ্দেশ্য নয়, কৌতুকের মাধ্যমে গভীর জীবন বাস্তবতাকে ব্যক্ত করেছেন লেখক। শিবরামের নিজস্ব চিন্তাভাবনা, দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাশৈলীর নৈপুণ্য তাঁকে অন্যান্য লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, শিবরাম, *অকথিত কাহিনী,* প্রথম সংস্করণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬, পৃ. ৩৩
২. মুখোপাধ্যায়, ভবানী, *পরিচয় অংশ,* শিবরাম চক্রবর্তী, *শিব্রাম রচনাবলী (১ম খন্ড),* ফেব্রুয়ারি ২০১৩
৩. চক্রবর্তী, শিবরাম, *হাসির গল্পের আঙ্গিক, শিব্রাম অমনিবাস ১২,* তৃতীয় মুদ্রণ : মার্চ ২০১৪ পৃ. ১৫০
৪. চক্রবর্তী, শিবরাম, *শিব্রাম অমনিবাস* ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৫. ঘোষাল, পঞ্চানন, *শিবরাম চক্রবর্তী,* তাপস ভৌমিক (সম্পাদক), *শিরোনাম শিবরাম,* দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১৯৯
৬. রায়, অলোক, *শিবরামের গল্পে ক্লাউন বনাম ক্রিটিক, শিরোনাম শিবরাম,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৭. চক্রবর্তী, শিবরাম, *শিব্রাম অমনিবাস ১৮,* প্রথম প্রকাশ- ২৫ বৈশাখ ১৪১৩, পৃ. ১৫৫
৮. চক্রবর্তী, শিবরাম, *শিব্রাম অমনিবাস* ১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৯. চক্রবর্তী, শিবরাম, *শিব্রাম অমনিবাস ১৬,* তৃতীয় মুদ্রণ- কলকাতা পুস্তক মেলা, ২০১৫, পৃ. ৯২
১০. তদেব, পৃ. ৯৯